বানান ও লিটল ম্যাগাজিন

সন্দীপ দত্ত

বানান বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট সূত্র দ্বারা চালিত। মূল সংস্কৃত বা দেশী বিদেশী নানা শব্দভাণ্ডার নিয়ে গঠিত বাংলাভাষার ব ানান সংস্কার ঘটেছে নানা সময়ে, পণ্ডিত, গবেষক ভাষাবিদরাও বানান সরলীকরনে এগিয়ে এসেছেন। নতুন বানানে সংকলিত হয়েছে অভিধান। প্রচলিত বানানের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে ব্যাকরণ -যৌক্তিক বানান। আমরা খবরক াগজের মাধ্যমেও পাচ্ছি অন্যরকম বানান। একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠি তো তাদের নিজস্ব বানান রীতির বই-ই প্রকাশ করে ফেললেন। এই বানানবোধ বা ভাবনার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয় যে কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ -পুস্তিকাকে । লিটল ম্যাগাজিন তো আকাশ থেকে পড়া কোনো বস্তু নয় যে তাকে বানানসূত্র থেকে আলাদা ভাবে দেখতে হবে। তবু কেন লিটল ম্যাগাজিনে ব ানান প্রসঙ্গ ?

লিটল ম্যাগাজিন একটি বই বা একটি পত্রিকা নয়। এটি একটি বৃহত্তর পরিমণ্ডলীর শত জলঝর্নার ধবনি রূপ। বহু সম্প াদক দ্বারা পরিচালিত নানান পত্রিকা। এই সব পত্রিকায় আমরা স্বভাবতই বানানের হেরফের লক্ষ্য করি। বানান বিরো ধিতা, উচচারণ অনুযায়ী বানান কিংবা প্রচলিত বানান সবই লক্ষ্য করা যায়। আবার ভূল বানানে ছাপা পত্রিকাও কম দেখি না।

বানান নিয়ে লিটল ম্যাগাজিনগুলির তরফ থেকে স্বঘোষিত নীতি আরোপ খুবই কম হয়েছে। পাঁচের দশকের গোড়ায় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা ১৪ বর্ষ ৩ সংখ্যায় জানাচ্ছেন

‘কবিতার এই সংখ্যা থেকে আমরা বানানে একটি প্রয়োজনীয় নতুনত্বের প্রবর্তন করলাম ইংরেজি Z ব্যঞ্জনের স্থলে ‘জ’ ও ফরাশি বা শীয় Zh এর স্থলে ‘জ’ অক্ষর ব্যবহার করা হল, ভবিষ্যতে তাই করা হবে । যাঁরা কবিতার জন্য রচনা পাঠাবেন তাঁরা পাণ্ডুলিপিতে এই বানান ব্যবহার করলে বাধিত হব।”

বানান সম্পর্কে কবিতা পত্রিকার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে তা অবশ্য বিদেশী শব্দ সম্পর্কেই। ছয়ের দশকে হ্যাংরি শাস্ত্রবিরোধিতা প্রভৃতি য়ে আন্দোলনগুলি চলেছিল সেখানে সার্বিকভাবে ছিল প্রচলিত যা, প্রতিষ্ঠিত অনেক যা, তাকে অস্বীকার করা। নিজেকে উন্মুখ করার স্বাধীন বাহন হিসেবে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলির উচচারণ ছিল ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রকার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন, শব্দকে ব্যবহৃত বাক্য বন্ধের আবর্জনা থেকে এক এক করে বেছে নিতে হবে (শ্রুতি ১৯৬৮)।

ছেদচিহ্ বিলোপ, বাক্যবন্ধর মুক্তির সুর, গতানুগতিক বিষয়ভাবনা থেকে বেরিয়ে অন্য ছাঁচে ভাষামাধ্যমকে আবিষ্কার কর া, এসব লক্ষ করা গেলেও বাংলা বানান এই আন্দোলনে অটুট থেকেছে। অর্থাৎ বানানোর বাস্তিল দুর্গ উড়িয়ে দেওয়া যায়নি।

বানান মুক্তির সুর অবশ্য কোনো কোনো লিটিল ম্যাগাজিনে লক্ষ্য করা গেছে। সাহিত্যের সন্ধানে, সপ্ততুরগ এবং নৈকট্য কবিসেনা প্রভৃতি ‘লিটল ম্যাগাজিন গুলি উচচারণ অনুযায়ী বানানে স্বতস্ফূর্ততা খুঁজেছে। ‘বলল’ হয়েছে ‘বল্লো’ ‘কেননা’

হয়েছে 'ক্যানোনা' 'ঠাণ্ডা' হয়েছে 'ঠানডা' 'তারপর' হয়েছে 'তার্পর' 'তেমনটি' হয়েছে 'ত্যামনটি' কেন হয়েছে 'ক্যানো' 'পারছি' হয়েছে 'পাচ্ছি,' 'যেন' হয়েছে 'য্যানো'। প্রতিটি রচনাতেই যে সবসময়ে এই বানান চোখে পড়েছে তা নয়। 'সপ্ততুরগ' পত্রিকায় কবিদের উচচারণ অনুযয়ী বানান পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই বানানেই কবিতা প্রক াশ পেত।

বানান নিয়ে সংখ্যা বা বানান নিয়ে সার্বিকভাবে প্রথম যারা কাজ করলেন লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে তারা হলেন 'স াংস্কৃতিক খবর'। কাজল চত্রবর্তী সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বানান নিয়ে নতুন ভাবনা রাখলেন, নতুন বাংলা বানানের সূত্র প্রকাশ করলেন, নতুন বানানে কবিতা প্রকাশ করলেন, বানান নিয়ে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ ও সেমিনার করলেন। ৮১ সালের শেষভাগে পত্রিকার উদ্যোগে প্রভাস একাডেমি হলে নতুন বাংলা বানান নিয়ে বক্তব্য রাখেন সন্তোষ কুমার ঘোষ, ডঃ জগন্নাথ চত্রবতী, ডঃ সুশীল রায় প্রমুখ। জগন্নাথ চত্রবর্তী 'সাংস্কৃতিক খবর' এর বানান সংখ্যা সম্পর্কে বলেন এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে, সেজন্য চাই আলোচনা। যুক্তি আর নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতাই বড় কথা। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, উচচারণ ভিত্তিক অধিকাংশ বানান কিন্তু সংস্কৃতেরই শাখা ভাষা হিন্দিতে অ াছে। হিন্দিতে 'যাওয়া' এই শব্দটি কিন্তু 'জাতা' (হ্যায়) ই লেখে, অর্থাৎ 'য' -এর স্থলে জ ব্যবহার করেন। আবার 'য' -এর যেখানে ব্যবহার যেমন যোগ -এ 'য' -এর উচচারণ কিন্তু করে 'ইয়ো', যা তার আসল উচচারণ।। বাংলায় কিন্তু 'ইয়ে া' উচচারণ নেই। তবে অযথা কেন ওই বানান লেখা ?

এই সভা থেকেই পত্রিকার পক্ষ থেকে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের কাছে প্রস্তাব রাখা হয় তাঁরা যেন প্রতি সংখ্যায় অন্তত দু-একটি পৃষ্ঠায় নতুন বাংলা বানান চালু করেন।

'নতুন বাংলা বানান' -এর যে প্রস্তাবিত খসড়াটি পত্রিকার পক্ষে ভাবা হয় প্রকাশ পায় ২ বর্ষের ১৯৮২ ফ্রেব্রুয়ারি সংখ্য ায়। এখানে বাংলা নতুন বানানের তিনটি মূলনীতি ঘোষণা করা হল।

১.বাংলা বানান হবে সরল, বিকল্পহীন ও যথাসম্ভব বাংলা উচচারণ অনুযায়ী।

২.বাংলায় ব্যবহৃত সব শব্দই বাংলা শব্দ হিসাবে গণ্য হবে -তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশাগত যাই হোক।

৩. বাংলা বানানে যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা হবে। প্রয়োজনে বিন্দু বা ডট চিহ্ ব্যবহৃত হবে। বাংলা বর্ণের লিখন এ মুদ্রণরীতি হবে যথাসম্ভব রৈখিক (লিনিয়ার) এবং স্বচ্ছ, (ট্রান্সপেরেনট)। বাহুল্য ও জটিলতা বর্জিত বানান হবে প্রেস ও টাইপরাইট ারের পক্ষে সহজ।

এই সংখ্যায় উদাহরণ সহ দীর্ঘ বানান প্রস্তাব রাখা হল। সাংস্কৃতিক খবর ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই নতুন বাংলা ব ানান নামে একটি ত্রোড়পত্র প্রকাশ করেন। পাঠকের কৌতুহল ও অবগতির জন্য তার মূল নিয়মগুলি মাত্রএখানে পুনর্মুদ্রণ করা হল। (এই নিয়মাবলির পনের পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্যা ও উদাহরণ আমরা স্থানাভাবে প্রকাশ করতে পারলাম না --- তার মধ্যে কোনো কোনোটি ঔৎসুক্য জনক। উৎসাহী পাঠক উল্লিখিত সংখ্যাটি দেখে নিতে পারেন। সম্পাদক।)

নতুন বানানের দশটি সূত্র

১. সর্বত্র হ্রস্ব স্বর।

২. সর্বত্র দন্ত্য -ন।

৩. সর্বত্র তালব্য-শ (কয়েকটি ক্ষেত্রে দন্ত্য-স)

৪. সর্বত্র বর্গীয় - জ।

৫. সর্বত্র যুক্তাক্ষর ভাঙা (র-ফলা বাদে)।

৬. সর্বত্র য-ফলা, ম-ফলা বাদ।

৭. সর্বত্র ঋ - কার, রেফ, খণ্ড-ৎ, বিসর্গ, এবং ঙ (নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া) বাদ।

৮. সর্বত্র বত্র-আ (আ) ও ৎ-কার স্বীকৃতি।

৯. সর্বত্র ঐ, ঔ, ঞ, হস্ চিহ্, উর্ধ কমা ও অনাবশ্যক ও-কার বাদ।
১০. সর্বত্র উচ্চারণ অনুযায়ী বানান (ক্ষ, জ্ঞ, হ্ম, হ্যা, হ্ব, , হ্, এবং ত্ত, স্ক, ঙ্গ, ত্র, ঞ্চ, ঞ্জ, ট্র, ণ্ড, ত্থ, , ত্র, দ্ধ, স্ত, ন্ধ, ব্ধ, ভ্র, ষণ্ড, স্তু প্রভৃতি যাবতীয় সংযুক্ত বর্ণ বাদ) পাঠক নিশ্চয় আঁতকে উঠবেন এই বৈপ্লবিক বানান বদলের বিষম প্রস্তাবে। 'জীবন' এর বদলে 'জিবন' মানবেন কি ? জিনের তো অন্য অর্থও আছে। এই বানান প্রস্তাবে হয়তো কিছু কিছু গ্রহণীয় কিন্তু কোনো কোনো বানান চিন্তায় ভাষারীতির ন্যূনতম ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

শুধুমাত্র যে তারা বানান প্রস্তাব রেখেছেন তা নয়, 'সাংস্কৃতিক খবর' পত্রিকায় ৬-৭ বছর ধরে এই প্রস্তাবিত বানানে কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। একটি উদাহরণ

দরোজা
জগন 'নাথ চত্রবর'তি
দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে জারা

দরোজায় দাঁড়িয়ে বহু কাল
কি জ্যান পোশাকি নাম ? অশ' প্রিশ'শ
অথবা শর' বহারা ?
ভেতরে আশে না জ্যান তারা।
দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে জারা
দরোজায় দাঁড়িয়ে বহু কাল
ওখানেই রেখে দাও স'থির
ভোটের শময় বড় দামি
কি জ্যান শুন'দর নাম ? অশ 'প্রিশ'শ
অথবা শর'বহারা ?
হারিয়ে জায়না জ্যান তারা
তলিয়ে জায়না জ্যান তারা
দরোজার বাহরে থাক
ভোট ত'নত্রে ওরা ধ্রুবতারা।

সাস্কৃতিক খবর, সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর - ১৯৮৪

নতুন বানানে কবিতার বই প্রকাশ পেল। সম্পাদক কাজল চত্রবর্তীর 'ঠিক শেই শময়' (১৯৮২)।
এই বানানের প্রভাব অন্য পত্রিকায় বিশেষ পড়েনি। 'গঙ্গোত্রী' 'আলোক সময় প্রভৃতি পত্রিকায় এই বানানে কবিতা বেরিয়েছে দু 'একটি সংখ্যা।
বানান নিয়ে সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধপ্রকাশিত হল 'সাংস্কৃতিক খবর' -এ নানা সময়ে প্রবন্ধগুলি হল
বাংলা বানানের কালবেলা। জগন্নাথ চত্রবর্তী। 'চতুর্থ বর্ষ ১৯৮৪
রবীন্দ্র বানানে রবীন্দ্রনাথ। জগন্নাথ চত্রবর্তী । মে ৮৪
বানানবিদ্রোহ মনীন্দ্র কুমার ঘোষের সাক্ষাৎকার। জানুয়ারি -মার্চ ১৯৮৭
প্রস্তাবিত বাংলা বানান দু একটি দ্বিধা । রামপ্রসাদ দে। জানুয়ারি ১৯৮২
স্বাভাবিক ভাবেই ওই বানানভিত্তিক পত্রিকা প্রচলনের পক্ষপাতী 'সাংস্কৃতিক খবর ছিল না। তারা এই বিষয়টির মাধ্যমে স

াধারণ মানুষকে অনুসন্ধিৎসু জনকে নাড়া দিতে চাইলেন। এটাই ছিল মূল লক্ষ্য । এর সঙ্গে সাফল্য ব্যর্থতা জড়িত নেই।

বানান নিয়ে যে সমস্যাটা লিটল ম্যাগাজিনে চোখে পড়ে তাকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) জ্ঞাতসারে ভুল বানান প্রয়োগ (২) সতর্কতা ও যত্নের অভাবে ঠিক মতো প্রুফ না দেখা (৩) একই পত্রিকায় নানা ধরনের বানান প্রক াশ। (৪) ছাপাখানার জন্য বানান বিভ্রাট।

অনেক সম্পাদক আছেন যাঁরা বানান সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। লেখক যদি ভুল বানানে লেখেন তা সংশোধন করেন। ফলে যা হওয়ার হয়। উচিৎ-- উচিত, ধরণ-ধরন, মূহুর্ত---মুহূর্ত এই রকম দু ধরনের বানান লক্ষ্য করি।

প্রুফ দেখার জন্য পেশাদারি প্রুফরিডার লিটল ম্যাগাজিনে না থাকার জন্য সম্পাদক পত্রিকার প্রুব দেখেন অথবাপত্রিকা গোষ্ঠীর অন্য কোনো কর্মী দেখেন। প্রুফ দেখা সঠিক অনেক সময় হয় না। সে জন্যে বইমেলার সময় প্রেস-এর লোকে ম্য াটার গ্যালিতে তুলেই মেশিনে ছাপাচ্ছে, ফলত যা হওয়ার তা হচ্ছেই। ছাপাখানার অজুহাতও দেখানো হয়। একই পত্রিকায় একই রকম বানান সবাই লেখেন না। ফলে বানানের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট বানানবিধি অনেক পত্রিক ারই নেই।'

ছাপাখানায় টাইপ অনুযায়ী বানানের পরিবর্তনও ঘটে থাকে। অনেক ছাপাখানায় যুক্তাক্ষরের অভাব বা টাইপের অভ াবে বিকল্প অন্য শব্দ বসাতে গিয়ে বানানে হেরফের হওয়া বিচিত্র নয়।

এই জন্যেই চাই যা, তা হল একটি নির্দিষ্ট বানানবিধি যা বানান প্রয়োগে সমতা রাখতে পারবে। তবে বানান বিষয়টি স ম্পর্কে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের যথেষ্ট সতর্কতা রাখতে হবে। তার অর্থ এই বলছি না যে, সব পত্রিকাই ভুল বান ানে ছাপা হয়। বানান কোনো বানানো প্রক্রিয়া নয় এটাও মনে রাখা দরকার। তাই চাই বানানের জন্য বানানের যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক অভিধান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, " এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রকৃত বাংলার লিখনে বানানের স াম্য সর্বত্র রক্ষিত হইতে পার। " যা ইচ্ছে তাই বা যাচ্ছেতাই বানান প্রয়োগেসাহিত্যের অসম্মান হয়। বাংলা বানানের জন্য তাই এক্ষুনি চাই বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু বানান ফর্মুলা যা লিটল ম্যাগাজিনেও গ্রাহ্য হবে, এবং সার্বিক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও।

পদক্ষেপ, জানুয়ারি ১৯৯৭